গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd

স্মারক নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৫৪.৬৫.০০৬.২১-১২৮ তারিখঃ ২৩মার্চ ২০২২

বিষয়ঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিবন্ধিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ কর্তৃক বৈদেশিক অনুদানে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে করণীয়

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বৈদেশিক অনুদান নির্ভর প্রকল্প দাখিল, অনুমোদন, অর্থছাড়, অডিট রিপোর্ট গ্রহণ, প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু, বিদেশী কর্মীর কার্য অনুমতি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ক কর্মকান্ড আরও গতিশীল করা ও এনজিও সেক্টরের কার্যক্রম দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন অত্যন্ত জরুরীঃ

১। বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন,২০১৬ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২। সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচি প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার কর্মসূচিসহ এস ডি জি এর লক্ষ্য সমূহের প্রতিফলন যেন প্রকল্প গুলোতে থাকে সে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৩। জনমুখী, সময়োপযোগী, জনকল্যাণকর, দৃশ্যমান ও স্থানীয় জনগনের চাহিদা পূরন করে এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের মোট বাজেটের সর্বোচ্চ ২০% প্রশাসনিক ব্যয় এবং অন্তত ৮০%কর্মসূচি ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

৪। গৃহীত প্রকল্প ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। বিশেষতঃ প্রকল্প এলাকায় যথাযথ তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন ও মিডিয়াকে তথ্য প্রদান করতে হবে।

৫। যথাসময়ে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে প্রকল্প দাখিল, অর্থছাড়, নিবন্ধন বা নবায়ন অথবা প্রকল্প সংশোধনের আবেদন করতে হবে। সংস্থাসমূহকে যে কোন সেবা প্রাপ্তির জন্য ব্যুরোতে আবেদন দাখিল করার সময় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

৬। প্রকল্প সংশোধন করতে হলে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই করতে হবে। মেয়াদ শেষে সংশোধন করার কোন সুযোগ নেই, সেক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এক প্রকল্পের অর্থ অন্য কোন প্রকল্পের তহবিলে যুক্ত করা হলে ব্যুরোর পূর্বানুমোদন লাগবে।

৭। এফডি-৬ এর কপি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অফিসে সরাসরি উপস্থিত হয়ে দাখিল করতে হবে এবং তাঁদের সাথে সংস্থার স্থানীয় প্রধান পরিচিত হবেন।প্রকল্পের উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, মালামাল বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমে তাদের অবহিতকরন ও উপস্থিতির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮। কক্সবাজার ও ভাসানচরস্থ এফডিএমএন এর দের জন্য এফ ডি -৭ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস।

৯। যে কোন অনুমোদিত প্রকল্পে দাতা সংস্থা থেকে প্রকল্পের অর্থ পেতে বিলম্ব হলে প্রকল্পের সময়সীমার মধ্যে বিকল্প উৎস থেকে ঋণ নিয়ে কাজ করার অনুমোদন পূর্বেই এ কার্যালয় থেকে নিতে হবে।

১০। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রতিবেদন/বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বাস্তবায়ন শেষে সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১১। উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত রেখে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে। একই সাথে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে। একই উপকারভোগী একই ধরণের সেবা যেন দুইবার গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

১২। নিবন্ধিত সকল সংস্থার নির্বাহী প্রধান/উপযুক্ত প্রতিনিধিকে জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠেয় মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হবে।

১৩। নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর দাখিল করতে হবে।

১৪। প্রত্যয়নপত্রে বিস্তারিত মন্তব্য/সুপারিশ থাকতে হবে। প্রত্যয়ন পত্রের ১ নং কলামে বাস্তবায়নকারী এনজিও (বিবেচ্য ক্ষেত্রে পার্টনার এনজিও) এর নাম থাকবে এবং ৪ নং কলামে মূল এনজিও এর নাম থাকবে।

১৫। প্রত্যেক সংস্থার একটি Website তৈরী করতে হবে। Website এ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সংজ্ঞে সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণী ও চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার (নির্ধারিত ছক মোতাবেক) প্রকাশ করতে হবে ।

১৬। সংস্থাভিত্তিক ও প্রকল্পভিত্তিক তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৭। এনজিওতে কাজ করার জন্য যে কোন বিদেশী বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে N ক্যাটাগরির ভিসা গ্রহণ করে বাংলাদেশে আগমন এবং প্রচলিত ভিসানীতি অনুসরণ করতে হবে। কোন বিদেশী N ক্যাটাগরির ভিসা ব্যতীত অন্য কোন ক্যাটাগরির ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করে কোন এনজিওতে কাজ করার আবেদন করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে এনজিওসমূহকে সতর্ক থাকতে হবে ।

১৮। কোন বিদেশী বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে N ক্যাটাগরির ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আগমনের পর কার্যানুমতির আবেদন করলে কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তির প্রেক্ষিতে সংস্থাকে কার্যানুমতি প্রদান করা গেল না মর্মে জানিয়ে দেয়া হয় । সংস্থাসমূহ সাধারনত পুর্নবিবেচনার জন্য আবেদন করে থাকে। যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে ব্যুরোতে একবার আবেদনের পর বিবেচিত না হলে ২য় বার পুর্নবিবেচনার আবেদন পরিহার করতে হবে ।

১৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী বিদেশীদের ভ্যাট আইটি কর্তনের বিষয়ে সংস্থাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

২০। অডিট রিপোর্টে সংস্থার নির্বাহী প্রধানের সীলসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করে উপপরিচালক(পঃ ও নিঃ)কে দৃষ্টি আকর্ষণ দিতে হবে। যে কোন কোয়্যারীর (যদি থাকে) জবাব যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে দিতে হবে।

২১। বৈদেশিক অনুদানের অর্থ কোনক্রমেই ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে ব্যয় বা বিনিয়োগ করা যাবে না।

এমতাবস্থায় এনজিও সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমে উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(কে.এম. তারিকুল ইসলাম)
মহাপরিচালক (গ্রড-১)
ফোনঃ ৫৫০০৭৪০০
E-mail: dg@ngoab.gov.bd

নির্বাহী পরিচালক/ নির্বাহী প্রধান/কান্ট্রি ডিরেক্টর (সকল)
.....
.....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক -১) ।
০২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
০৩। জেলা প্রশাসক (সকল)।
০৪। প্রোগ্রামার, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।